R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন ঃ ৩৪-১৪৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
অকল্পনাকে ভাষা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

৬১শ বর্ষ
২৯শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৬ই পৌষ, বুধবার, ১৩৮১ সাল।
১লা জানুয়ারী, ১৯৭৫ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট *
ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

সাঁঝ রাতে গয়া প্যাসেনজারে ডাকাতি

দু-জন যাত্রী আহত, ১০ হাজার টাকা লুণ্ঠিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, রঘুনাথগঞ্জ, ২৭ ডিসেম্বর—গত রাত্রে জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনের কাছে কলকাতাগামী গয়া প্যাসেনজারের একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় যাত্রীদের কাছ থেকে ৭-৮ জন দুর্বৃত্ত ছোরা, লোহার রড ইত্যাদি দেখিয়ে গহনা ও নগদে প্রায় ১০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে। দুর্বৃত্তদের বাধা দিতে গিয়ে দু'জন যাত্রী আহত হয়েছেন।

প্রকাশ, গতকাল গয়া প্যাসেনজার সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টা নাগাদ জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশন ছেড়ে আউট সিগন্যালের কাছে গিয়ে পৌঁছানমাত্র দুর্বৃত্তরা ছোরা বের করে এবং কামরার যাত্রীদের তাদের সবকিছু দিয়ে দিতে বলে। দুর্বৃত্তদের বাধা দিতে গিয়ে একজন মাড়োয়ারী ও বহরমপুরের শিয়ালমারা গ্রামের নবাবজান সেখ নামে এক যুবক ছোরা ও রডের আঘাতে আহত হন। দুর্বৃত্তরা যাত্রীদের কাছ থেকে ৫টি দামী ঘড়ি, শাল ও দুই কাপড় চোপড়, প্রায় ১২ ভরি ওজনের গহনা এবং নগদে প্রায় ১১০০ টাকা ছিনিয়ে নেয়।

ট্রেন ডাকাতদের কবলে পড়েছিলেন এমন একজন প্রত্যক্ষদর্শী বাডালার অসীম ব্যানার্জী জানালেন, দুর্বৃত্তরা জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে ওঠে এবং পরবর্তী ষ্টপেজ মনিগ্রামে কাজ হাসিল কোরে নেমে যায়। তাঁর স্ত্রী নিজেদের জঙ্গিপুরের বাসিন্দা বলে পরিচয় দিলে দুর্বৃত্তরা নিজেদের মুখ ঢেকে ফেলে বলে প্রকাশ। সেইদিনই রাত্রে আজিমগঞ্জ রেল পুলিশের কাছে যাত্রীরা ডাকাতির অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে। এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তারের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

ডাকঘরে এখনও খাম বাড়ন্ত

জঙ্গিপুর মহকুমাসহ জেলার ডাকঘরগুলিতে এখনও খাম এসে পৌঁছয়নি। নভেম্বরের ১৬ থেকে দেখতে দেখতে ১৯৭৪ সাল শেষ হয়ে গেল তবু কর্তৃপক্ষ ডাকঘরগুলিতে ২৫ পয়সা দামের খাম সরবরাহ করতে পারলেন না। পোষ্ট মাষ্টাররা জানিয়েছেন, ট্রেজারীতেই খাম নাই। ২০ পয়সা দামের ছাপ মারা খাম নভেম্বরে কিছু পাওয়া গিয়েছিল। ওতেই ৫ পয়সার টিকিট দিয়ে কাজ চলছিল। এখন তাও পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ খাম ছাপাই হয়নি। অথচ যাঁরা খাম ব্যবহার করেন, বাজার থেকে ৫ পয়সা দামের সাদা খাম কিনে তাতে ২৫ পয়সার ডাকটিকিট দিয়ে কাজ চালাচ্ছেন। ফলে সরকারী গাফিলতির জন্য তাঁদের বাড়তি আরও ৫ পয়সা খরচ করতে হচ্ছে।

থানা থেকে দু'শ গজের মধ্যে চুরির হিড়িক

সাগরদীঘি, ৩১ ডিসেম্বর—সাগরদীঘি থানা থেকে মাত্র ২০০ গজের মধ্যে চুরির হিড়িক পড়ে গিয়েছে। একই রাত্রে দু'টো থেকে পাঁচটা চুরির ঘটনা ঘটছে। বাজার ও পোপাড়ার গৃহস্থদের ধান, গম, চাল, কাপড় ইত্যাদি চুরি যাচ্ছে বেশী করে। চুরি বন্ধ বা চুরির কিনারা করার চেষ্টা তো হচ্ছেই না, অনেক সময় পুলিশ অফিসাররা চুরির অভিযোগ পেয়েও ঘটনাস্থলে তদন্তে যাচ্ছেন না বলে অভিযোক্তাদের ফরিয়াদ। রাত্রে হোমগারড ও পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কিভাবে একাধিক চুরির ঘটনা ঘটছে তা কেউ বুঝতে পারছেন না। তাছাড়া এই থানায় দুই কুখ্যাত ডাকাতকে ইনফরমার ও হোমগারডের পদে নিয়োগ করা হয়েছে। তাদের কাজ হ'ল চোর, ডাকাত ও সমাজবিরোধীদের পাত্তা করে দেওয়া বা ধরতে পুলিশকে সাহায্য করা। কিন্তু এই সময় চুরি কেন বন্ধ হচ্ছে না তাও কারও মাথায় ঢুকোচ্ছে না।

আরও খবর, ধান-চাল পাচার রোধের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও প্রতিদিন ট্রেনে ও ঘোড়সওয়ারে হাজার হাজার মণ ধান-চাল পাচার হচ্ছে। সম্প্রতি গাঙ্গাড্ডায় পাচারকালে ২৪·২০ কুইনটাল চালসমেত একটি ট্রাক আটক করা হয়েছে।

পুর কর আদায়কারীর বাড়ী থেকে ১০ রাউণ্ড কারতুজ উদ্ধার, নকশালী কাগজপত্র আটক

রঘুনাথগঞ্জ, ২৫ ডিসেম্বর—গতকাল বিকেলে জঙ্গিপুর মহকুমা পুলিশ অফিসারের নেতৃত্বে রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ গোপনসূত্রের ভিত্তিতে স্থানীয় বালিঘাটা অঞ্চলে জঙ্গিপুর পুরসভার কর আদায়কারী সুকুমার হালদারের বাড়ীতে হানা দিয়ে তারে জড়ানো ১০ রাউণ্ড কারতুজ ও বহু নকশালী কাগজপত্র উদ্ধার ও আটক করেন বলে খবর পাওয়া গেছে। সুকুমার হালদার খুব সম্প্রতিই জঙ্গিপুর পুরসভায় ট্যাক্স কালেক্টরের চাকরি পেয়েছেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। পুলিশ এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দু'জনকে থানায় নিয়ে আসে ও পরে ছেড়ে দেয়।

শট পুট নিক্ষেপে প্রথম শ্যামাদাসী

রাঁচীতে অনুষ্ঠিত ২য় বর্ষ সর্বভারতীয় গ্রামীণ য়্যাথেলেটস্ মীটস-এ এই বৎসর মির্জাপুরের শ্যামাদাসী ঘোষ ভারতবর্ষর বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিযোগিনীদের মধ্যে শট্ পুট্ নিক্ষেপে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। কুমারী ঘোষ রঘুনাথগঞ্জ ১নং উন্নয়ন সংস্থার শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাবের সদস্যা। তিনি বৎসরে ৬০০ টাকা জাতীয় বৃত্তি পাবেন। আরও খবর, মুর্শিদাবাদ জেলার কুমারী প্রভাতী শীল ওই বিভাগে ভারতবর্ষের মধ্যে ২য় স্থান অধিকার করেছেন। ওই খেলায় বহরমপুরের দিলীপ নাথ ২০ কিঃ মিঃ দৌড়ে প্রথম হয়েছেন।

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২
মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ
হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)
রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

সবুজ বিপ্লবের শরিক হ'তে রাসায়নিক সার
ব্যবহার করুন
এফ, সি, আই-এর অনুমোদিত এজেন্ট
ক্ষুদিরাম সাহা চারুচন্দ্র সাহা
(জেনারেল মার্চ্চেন্টস্ এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ার্স)
পোঃ ধুলিয়ান, (মুর্শিদাবাদ)

সংবাদেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই পৌষ বুধবার, সন ১৩৮১ সাল।

স্বাগত ১৯৭৫

'জীর্ণ-ক্লান্ত বৎসরের রাত্রি' কাটিয়া উনিশ শো পঁচাত্তরের প্রথম সূর্যোদয় হইয়াছে। উত্তরের হিমাক্ত বাতাস, রৌদ্র ঝলমল সকাল এবং শিশির-সিক্ত গাঁদা-ডালিয়া পাপড়ি মেলিয়া পয়লা জানুয়ারীকে বরণ করিয়াছে।

ভারতের এখানে সেখানে পশ্চিমী দুনিয়ার এই বর্ষ-বরণ হইয়া থাকে। ভাগ্যাকাশে যতই ঘনঘটা থাকুক না কেন, নববর্ষ তাহার আমেজ লইয়া হাজির হয়। বিলাতী কেক ও দেশী পুলিপিঠার খোশখবরে রসনা সিক্ত হইতে চায়। অবশ্য আজ ইহা বাস্তবায়িত হওয়ার পথে দুস্তর বাধা। কেন না, প্রতিবার বর্ষারম্ভে ত্যাগ ও আশার বাণী শুনিয়া সকলে হদ্দ হইয়াছেন। অজস্র ব্যর্থতা ও অপদার্থতায় হতাশাখিন্ন জাতীয় জীবন মুমূর্ষু।

বিদায় দেওয়া হইয়াছে ১৯৭৪ কে। দিল্লীতে লাইসেন্স কেলেঙ্কারী, রাজ্যের ধান-গমের ব্যর্থ সংগ্রহাভিযান ছিল চুয়াত্তরের ফসল। ইহা ছাড়া আরও আছে। চারিদিকে আখের গুছাইবার পালা। পদাধিকারের জোরে আত্মীয়-স্বজনকে কেহ কেহ চাকরি দেন, কেহ বা বখরার পারসেনটেজ কষেন। তদন্ত করেন ওয়াচু কমিশন। চলিয়াছে একধারে মুদ্রাস্ফীতি, অন্যধারে পুঁজিপতিদের বহু ফিকিরে অর্থস্ফীতি এবং অপ্রতিরুদ্ধ দুর্নীতি। কোণঠাসা অর্থনীতিতে জনজীবন দুর্বিষহ যন্ত্রণায় ছটফট করিয়াছে। নির্বাচনের হাওয়া বহিতে শুরু করিয়াছে। বিহারের আন্দোলন ক্লান্ত জয়প্রকাশজীর অভিযান নয়া মোড় লইয়াছে। পাক-ভারত মুখ দেখাদেখি আবার আরম্ভ হইয়াছে; বাংলাদেশে জরুরী অবস্থায় সেনা মোতায়েন হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসী উপদলগুলির কোন্দল অবসিত।

১৯৭৪ এর এই সব ফসলের বোঝা লইয়া ১৯৭৫ তাহার যাত্রা শুরু করিয়াছে। এই যাত্রায় দুর্ভাবনা বা সম্ভাবনা যাহাই প্রতীক্ষা করুক না কেন, আমরা নববর্ষকে অভিনন্দন জানাইতেছি।

ভিন্ন চোখে ॥

আলো কিংবা অন্ধকারের পথে

কখনো পিছন হাঁটি, কখনোবা সাম্নে। অথচ ইতিহাস এগিয়েই চলে। সুতরাং জানুয়ারীর কথা আসবেই। সত্যানন্দের ব্রাহ্মণী যদিচ বৈশাখীতেই বিশ্বাসী। এবং পাঁজি-পুঁথি'র কারবারী। মঘা-অশ্লেষাতেও আস্থা কম নেই। কিন্তু সত্যানন্দের গ্রীক দেবতা জেনাসের স্মরণ না নিলে চলে না। অফিসের তংখা মেলেও ইংরেজী মতে। জানি না মুজিব ভাইয়ের 'বাংলাদেশ' এখন কি মতে চলছে! আর জানুয়ারী এলেই অতীত ও বর্তমানের দ্বিধা এবং দ্বন্দ্ব দোলায় দোলে মন। কি পাইনি, কি পেলাম, কি পেতে যাচ্ছি!

বিশ শতকের চুয়াত্তর বছরের বুড়োটা আরো এক পা বাড়িয়ে পঁচাত্তরে পড়লো। পৃথিবীর বয়স বাড়লো। বয়সিনী ধরিত্রীর হাতে হাত রেখে তাই বলতে ইচ্ছে করে: 'আর কতোদূরে মোরে নিয়ে যাবে সুন্দরী...' জানি না, পৌনে দু'হাজার বছরের জানুয়ারী সুন্দরের সম্ভাবনা আনছে কিনা! কারণ এ বড়ো দুঃসময়। সাম্নে আঁধার। 'হে আকাশ আলো দাও/আরো আলো/আলোর ধুলোট।'

—সত্যানন্দ

নূতন বছরের শপথ হোক—'দুর্নীতি হটাবোই'

বহু খুনোখুনি, ঝগড়াঝাটি ও মারামারির পর পশ্চিমবাংলায় বর্তমানে কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর বিরোধ আপাততঃ মিটেছে এবং উভয়ের-ই মিলেমিশে কাজ ক'রে জনগণের দুঃখ দুর্দশা দূর করার শুভবুদ্ধি বোধ জাগ্রত হয়েছে দেখে অনেকেই আনন্দিত হয়েছেন। ঠিক এই মুহূর্তে সারা পশ্চিমবাংলার কথা বাদ দিয়ে শুধু মাত্র জঙ্গিপুরের কথা ভাবা যাক। জঙ্গিপুরের রাজনীতি মানেই বর্তমানে কংগ্রেসী রাজনীতি। আর কংগ্রেসী অন্তবিরোধ। জঙ্গিপুরে 'কংগ্রেসের মধ্যে অন্তর্বিরোধ নেই' এ কথা কোন কংগ্রেসী নেতাই বলতে পারবেন না। কারণ ভিতরের দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ দেখেছি প্রকাশ্য রাস্তায়। দেখেছি একই ছত্রছায়ায় থেকে দুই উপদলের ঝগড়া-মারপিট। কিছুদিন আগে দেখেছি রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের ঘরোয়া সভায় এক গোষ্ঠীর সদস্যদের বিক্ষুব্ধভাবে অপর গোষ্ঠীর সদস্যদের আক্রমণ করতে। বহু বিক্ষুব্ধ সদস্যকে এম-এল-এ'র বক্তব্যে 'আন্‌পার্লামেন্টারী' কথা বলতেও শুনেছি। কাজেই কংগ্রেসের ভিতর এখানে ঘরোয়া দ্বন্দ্ব নেই এ কথা কেও অস্বীকার করতে পারবেন না। কিন্তু সব চেয়ে দুঃখ ও লজ্জার কথা জঙ্গিপুরের কংগ্রেসীরা এই অন্তর্দ্বন্দ্বকে জিইয়ে রেখেছেন। কোন মীমাংসার চেষ্টা না কোরে কিছু স্বার্থান্বেষীর উস্কানিতে তারা খেয়োখেয়ি করে চলেছেন। আর স্বার্থান্বেষীরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে চলেছেন তাঁদেরকে দিয়ে।

জঙ্গিপুরের সাধারণ মানুষের দুঃখ, দুর্দশার অন্ত নেই। অনুরোধ করি নেতাদের: গরীব চাষীদের কাছে যান। এদের নিয়ন্ত্রিত দামে সার এনে দিন, সিমেন্ট এনে দিন। সমস্ত সরকারী অফিসে, যেখানে টাকা না দিলে গরীবদের কাজ হয় না, টাকা আর শহুরে বাবুদের তদ্বির না হোলে জঙ্গিপুর হাসপাতালে গরীবদের চিকিৎসা হয় না—ঐ সব জায়গায় যান। গরীবদের নানা রকম প্রাপ্য সুযোগ করে দিন। দেখবেন গ্রামের মানুষ আপনাদের দু'হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করবে। লেভির ধানের জন্য আর পুলিশ লেলিয়ে দিতে হবে না। আপনাদের বাড়ী এসে তারা লেভির ধান দিয়ে যাবে।

কাজেই মানুষের যদি বিন্দুমাত্র উপকার করতে চান—করার ইচ্ছে থাকে, তবে আজই নিজেদের ভেতরকার সমস্ত দ্বন্দ্ব মিটিয়ে ফেলুন, এক সাথে চলার চেষ্টা করুন। সমস্ত রকম অন্তর্বিরোধ মিটিয়ে এই নূতন বছর থেকে নূতন কোরে শপথ নিন—নূতন বছরের শপথ হোক 'দুর্নীতি হটাবোই।'

—বিমান হাজরা

লেভি ফাঁকির দায়ে আরও একজনের মিসা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৮ ডিসেম্বর—লেভি ফাঁকি দেওয়ার মতলব ভাঁজায় এই থানার চর নাড়ুখাকি গ্রামের কাশেম বিশ্বাস নামে আর এক জোতদারকে গতকাল পুলিশ মিসায় আটক করেছে। জানা গিয়েছে ধরা পড়ার পরও তিনি নাকি লেভি দিতে নারাজ। একই অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। কাশেম বিশ্বাসকে নিয়ে এখন পর্যন্ত রঘুনাথগঞ্জ থানার তিনজন জোতদারসহ জেলায় মোট পাঁচজনকে লেভি না দেওয়ায় মিসায় আটক করা হ'ল।

জেলা সংবাদিক সঙ্ঘের বার্ষিক সম্মেলনের প্রস্তুতি

বহরমপুর, ১ জানুয়ারী—মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সঙ্ঘের বার্ষিক সম্মেলনের প্রস্তুতি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে এখানে আগামী ১২ জানুয়ারী। সম্মেলনে পশ্চিমবাঙলার বিভিন্ন জেলার সাংবাদিক সঙ্ঘের প্রতিনিধিরা যোগদান করছেন। মুর্শিদাবাদ জেলার সমস্ত সাংবাদিক বন্ধুদের এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ধূমপানের ফ্যাঁকড়া

রঘুনাথগঞ্জ—অবশেষে পুলিশ বিভাগের নেকনজর প্রেক্ষাগৃহের অভ্যন্তরের আইন অমান্যকারী ধূমপায়ীদের উপর পড়ায় আজ ৩০ ডিসেম্বর ১০ জন ধূমপায়ীকে হাজত বাস করতে হয়েছে। দর্শকরা এবার সিনেমার টিকিট চোরাকারবারীদের উপর পুলিশ বিভাগকে নজর দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

॥ একটি আবেদন ॥

ভোটার তালিকার ব্যাপক সংশোধন

আগামী ১লা জানুয়ারী, ১৯৭৫ হইতে বাড়ী বাড়ী গিয়ে ব্যাপকভাবে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ সুরু করা হবে। এই প্রথম ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য "ইলেকটোরাল কার্ড" ব্যবহার করা হবে। প্রতি গৃহের ভোটারদের জন্য দুই প্রস্থ করে "ইলেকটোরাল কার্ড" তৈরী করা হবে এবং গৃহস্বামীর সহি বা টিপসহি সম্বলিত একপ্রস্থ গৃহস্বামীকে দেওয়া হবে। "ইলেকটোরাল কার্ডে" নির্ব্বাচকের নাম, তাঁহার পিতা/মাতা/স্বামীর নাম এবং ১-১-৭৫ তারিখে বয়সের উল্লেখ থাকিবে।

এই প্রসঙ্গে আমি মুর্শিদাবাদ জেলার জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাই যে তাঁহারা যেন সর্ব্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতাদানে ভোটার তালিকা সংশোধনের এই প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করেন।

স্বাঃ শ্রীরথীন দে
জেলা শাসক,
মুর্শিদাবাদ

[মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর হইতে প্রেরিত]।

আফিডেবিট

আমার পুত্র তেজনারায়ণ দাশগুপ্ত আজ হইতে আফিডেবিট অর্ডার বলে তেজনারায়ণ দাস নামে পরিচিত হইল।

শ্রীপঞ্চানন দাস
সাং+পোষ্ট তিনপাকুড়িয়া
মুর্শিদাবাদ

২৮-১২-৭৪

বিজ্ঞপ্তি

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

মোকর্দ্দমা নং ১৯৭।৭৪ অন্ত

বাদী—রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা মহল্লার সার্ব্বজনীন শারদীয়া দুর্গামাতা পক্ষে ও উক্ত মহল্লার জনসাধারণ পক্ষে স্বয়ং বৈদ্যনাথ মুখার্জী

বিবাদী—অমরেন্দ্রনাথ দাস দিং

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যায় যে এই আদালতের এলেকা থানা রঘুনাথগঞ্জ অধীন মৌজে রঘুনাথগঞ্জ মৌজার ২২৯ দাগ উক্ত রঘুনাথগঞ্জ মৌজার ফাঁসিতলা মহল্লার হিন্দু জনসাধারণের সার্ব্বজনীন দুর্গা দেবীর সম্পত্তি ও উক্ত দাগে আজ দ্বাদশ বৎসরের উর্দ্ধকাল হইতে উক্ত মহল্লার হিন্দু জনসাধারণের সার্ব্বজনীন দুর্গাদেবীর সম্পত্তি স্বরূপে ও উক্তদাগে আজ দ্বাদশ বৎসরের উর্দ্ধকাল উক্ত মহল্লার হিন্দু জনসাধারণ প্রতি সন উক্ত দুর্গাদেবীমাতার মৃন্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণে শারদীয়া দুর্গোৎসব করিয়া আসিতেছেন। এই মোকর্দ্দমার বিবাদীগণ কতকগুলি স্বার্থান্বেষী লোককে হস্তগত করিয়া এক তরফা ডিক্রি ২১৬.১৯ অন্য মোকর্দ্দমায় সামিল করিয়াছেন। সেইজন্য বাদীগণ এই মোকর্দ্দমা করিয়া উক্ত ডিক্রিরদ ও রোহিতঅন্তে ও উক্ত সম্পত্তি যে উক্ত দেবীমাতার সম্পত্তি তাহা শোধনাঅন্তে যাহাতে বিবাদীগণ উক্ত দেবীমাতার মন্দির ভাঙ্গিতে না পারেন তন্মর্ম্ম দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের Order 1 rule 8 মতে মোকর্দ্দমা করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমায় যে কেহ ইচ্ছা করিলে উক্ত মোকর্দ্দমার বাদীস্বরূপে পক্ষভুক্ত হইতে পারেন। সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইল। পক্ষভুক্ত হইতে হইলে তাঁহাকে ১৩-১-৭৫ তারিখের মধ্যে আদালতে উপস্থিত হইতে হইবে।

তপশীল

জেলা মুর্শিদাবাদ থানা রঘুনাথগঞ্জ জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটি অন্তর্গত মৌজা রঘুনাথগঞ্জ খং নং ২২৯ R/S দাগ ২২৯ পরিমাণ ২৫ শতক।

By Order of the Court
Sd/- B. Lala, Sheristadar,
1st Munsif's Court, Jangipur.

জুনিয়র কলেজ খোলার আশা

জরুর, ২৭ ডিসেম্বর—ম্যানেজমেন্ট, টিচিং ষ্টাফ ও এ্যাকমডেশন আলাদা আলাদা থাকলে নতুন শিক্ষাসূচীতে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে জুনিয়র কলেজ খোলা যায়। বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ মনে করেন তাঁদের সে যোগ্যতা আছে। কাজেই এখানে জুনিয়র কলেজ খোলার আশা আছে। সেই উদ্দেশ্যে এই বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বাড়ালা অঞ্চলের তামাম শিক্ষানুরাগীদের সভায় আজ ১০ হাজার টাকা দানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রঘুনাথগঞ্জ এক নম্বর উন্নয়ন সংস্থাধিকারিক পরেশচন্দ্র কর।

মদনগোপাল মেমানী
এণ্ড ব্রাদার্স
জেনারেল মার্চেন্টস্ এণ্ড
কমিশন এজেন্টস্
ধুলিয়ান ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—১৬

—সকল প্রকার
ঔষধের জন্য—
নির্ণয় ও নিরাময়
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ
ফোন—আর, জি, জি ১৯

বিড়ির সেরা
অমর স্পেশ্যাল বিড়ি, মন্দির মার্কা বিড়ি
মুর্শিদাবাদ
বিড়ি ফ্যাক্টরী
ধুলিয়ান : মুর্শিদাবাদ

খেতে ভাল ফোন—২৩
★মুক্তা বিড়ি ★নুরুল বিড়ি
★রেখা বিড়ি
ময়না বিড়ি ওয়ার্কস্
ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ
ট্রানজিট গোডাউন
ডালকোলা (ফোন—৩৫)

অভিনন্দন—কনগ্র্যাচুলেশন

—দিলদার

দিল্লী গিয়েছে ত্বরা, খেয়েছে সেখানে তারা
বড়ুয়ার কেক একখান ;
এক ঘরে, এক টেবিলে, গিলেছে সকলে মিলে,
ওই সাথে মধু অনুপান ॥
সামনে নির্বাচন, সঁপে দিয়ে তনু-মন,
হবে হতে একদিল, এক প্রাণ ;
সুব্রত-প্রিয় ভায়া, অভিন্ন তাদের কায়া,
প্রদীপ আর হুরুল ইসলাম ॥

কনগ্র্যাচুলেশন ! অভিনন্দন ! দিলদারের অভিনন্দন। কিন্তু কাকে জানাবো আগে এই অভিনন্দন ? খোদা ! তোমাকে, না ভারতের বৃহত্তম রাজনৈতিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হালে গদীতে বসা ম্যানেজিং ডিরেকটার দেবুদাকে, মানে দেবকান্ত বড়ুয়াকে ? যাই হোক, খোদা ! কসুর আর বে-আদবি দিলদারের মাফ করো। রক্ত-মাংসের শরীর আমার, হাড্ডিও আছে তাতে ; হয়তো মোহের বশে কসুর হ'য়ে যেতেও পারে। তোমারই পয়দা করা অপূর্ব ধীশক্তির এবং দুর্লভ 'ব্রেনের' অধিকারী দেবুদাকেই আমার অভিনন্দনের সাথে 'সালাম' জানাচ্ছি। কেন না, তাঁর উদ্ভাবিত গ্রেট কনটিনেনটাল ওয়ারকলচার এক ব্রাঞ্চে হাতে তৈরী 'বড়ুয়া বেকারি'র দুর্লভ কেক খেয়েই এক বৃন্তে দুই দলের চার ভায়ার মিলন সম্ভব হলো। এর থেকে আনন্দের আর কি থাকতে পারে আমাদের ! অবস্থা দেখে বহুৎ খুশী জগদ্ধাত্রীরূপিনী আমাদের 'ফুফু' ইন্দিরাজী। খুশী ল্যাজ-গোবরে সিদ্ধার্থ ভায়া। আর খুশীর জোয়ারে চোখের পানিতে বুক ভাসানো প্রফুল্লকান্তির কান্ত আরো উজ্জ্বল হয়েছে, না তলে তলে প্যাটের টাটানি শুরু হয়েছে, বহুৎ দূর থেকে আন্দাজ করতে পারছি না। অবশ্য খুশ খবরের ঝুটাও ভালো।

তবে কথা কি, এই যে, অন্যান্য মাঝারি, ছোট রাজনীতি ব্যবসায়ী যাঁদের কারু কারু কারখানার দরজায় বিস্তর ফাঁক হয়ে গিয়েছে, ইতিমধ্যে পুরু ধুলোও জমেছে। তাঁরা বলছেন, "আরে, এটি নির্বাচনী ষ্টান্ট। সামনে লোকসভার নির্বাচন অবধারিত (অন্ততঃ কাগুজেরা ওরফে কাগজেরা তাই বলেন)। তারই পরিপ্রেক্ষিতে মধুসহ কেক সেবন করান হয়েছে। নির্বাচন শেষ হ'লে কেকের ক্রিয়াও শেষ।" এ যেন রেল লাইনের ইনটার লকিং-এর মত। ট্রেন চলে গেল, রেল লাইনও পূর্বাবস্থায় ফিরে গেল।

যে যা খুশী বলুক। আমি মনে করি..... । হাঁ, তাইতো, এরই মধ্যে 'লোক দেখান ফাগের লীলায়, যায় যে বেলা রং যে মিলায়' খেলাতে বহু তাজা রক্ত ঝরেছে। প্রাণ ঝরেছে বেশ কিছু তরুণের, বরুণের এবং কিরণের। এ কথা আর ব্যথা যে মাঝে মধ্যে চাঙর দিয়া উঠত্যাসে।

অপর দৃশ্য দমদমে নেমেই, সেই 'ঝুলা' চিত্রের ঢং দেখছি যেন। "দিল্লীমেঁ নয়া কেক খায়ারে, হুয় বাবুজি ! মাঁয় বোমবাই কা লাড্ডু-বোম লায়ারে, হায় বাবুজি !" সুব্রত-প্রিয়-প্রদীপ-হুরুল এক সাথমেঁ হাত মিলাকে চলোজী। কসুর মেরা মাফ করোজী।

(মতামত দিলদারের নিজস্ব)

প্রধান শিক্ষকের পদোন্নতি

বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহঃ সোহরাব সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের সদস্য মনোনীত হয়েছেন রাজ্য সরকার কর্তৃক। এ ছাড়াও তিনি পর্ষদের হিস্ট্রি সিলেবাস কমিটি ও ইসটারন্ জোন এগজামিনেশন কাউন্সিলের সদস্য পদে আগের মতই বহাল আছেন।

থিন এ্যারারুট ★ ডাইজেসটিভ ★ সবার জন্যই ব্রিটানিয়া
বামাপদ চন্দ্র এ্যাণ্ড সনস্
ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানীর জঙ্গিপুর মহকুমার একমাত্র পরিবেশক।
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ
ফোন : ২৬

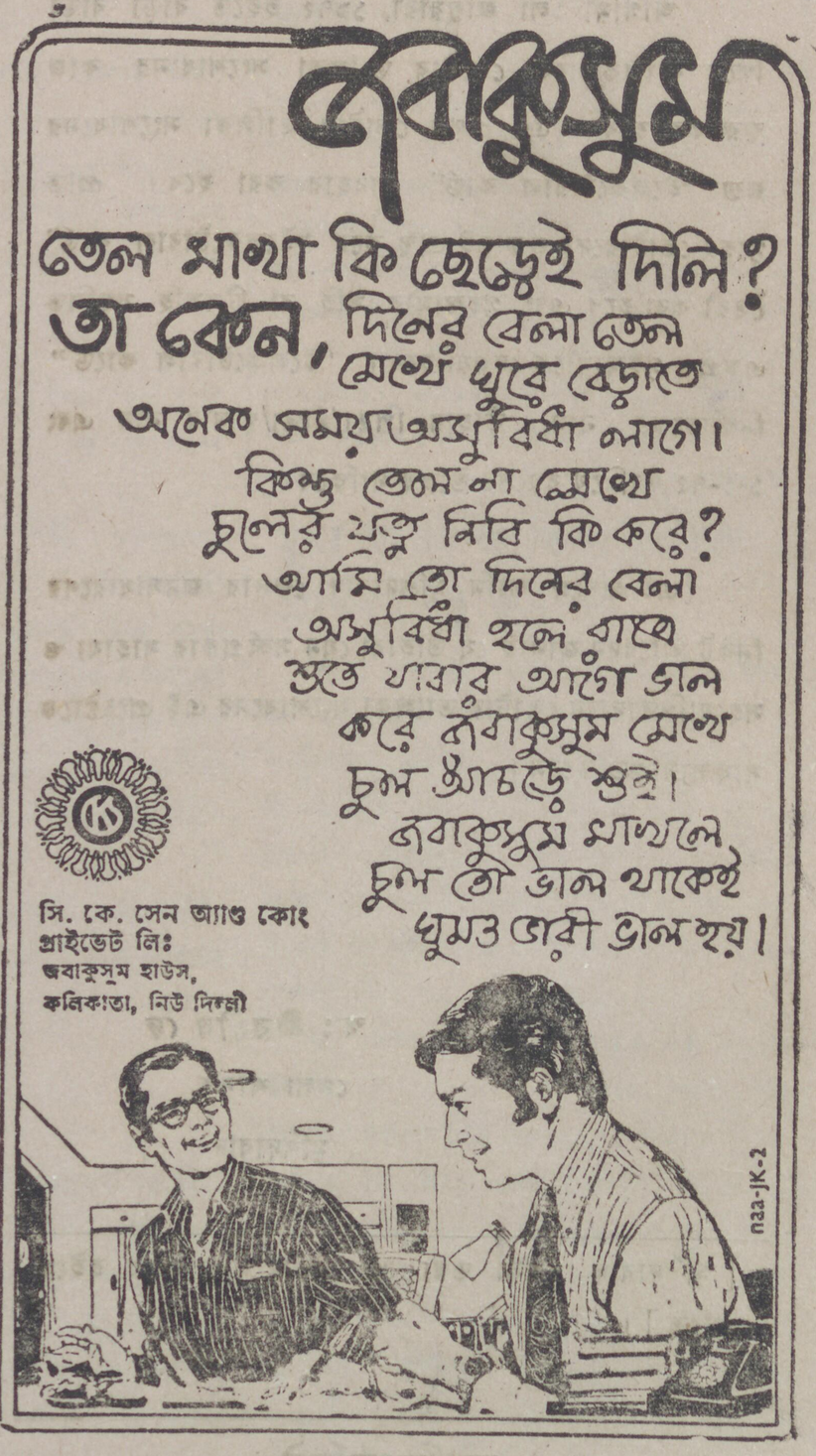

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফোন—অরঙ্গাবাদ-৪৭
—ধূমপানে পরিতৃপ্ত হোন—
★ ৫৬১নং নারায়ণ বিড়ি ★ ৫০৫নং পাঁচকড়ি বিড়ি ★ ১নং প্রভাত বিড়ি
বান্ধব বিড়ি ফ্যাক্টরী (প্রাঃ) লিঃ
পোঃ অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)